TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ❑ আগরতলা - ৭৯৯ ০০১ ❑ পশ্চিম ত্রিপুরা।

রেফ্ নং ঃ

তারিখ ঃ 6 - 2 - 2014

No.F.7(1)-SWC/PC/Rape/Sl.41/14} 650-51
No.F.7(1)-SWC/PC/DV/Sl.42/14 }

প্রেস রিলিজ

জামজুরি ধর্ষণকাণ্ডে জড়িত নরপিশাচের কঠোর শাস্তি চায় মহিলা কমিশন

স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত 'জামজুরি ধর্ষণকাণ্ড ঘিরে প্রতিবাদ' খবরের ভিত্তিতে রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্য-সচিবের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল অদ্য ০৬-০২-২০১৪ ইং জিবিপি হাসপাতালে তদন্তে যান। কথা বলেন ধর্ষিতা এবং শারীরিকভাবে নিগৃহীতা মহিলা এবং উনার স্বামীর সাথে। নির্যাতিতা মহিলা জানান গত ০২-০২-২০১৪ইং রাত্রিবেলায় সম্পর্কে ভাসুর বিশ্বজিত ভৌমিক তাকে বাড়ী থেকে নিয়ে যান এই অজুহাত দেখিয়ে যে বাজারে মহিলার স্বামীকে কিছুলোক মারধোর করছে। সরল বিশ্বাসে মহিলাটি ভাসুর নামে নরাধমের সাথে রওনা দেয়। আনুমানিক ১ কি.মি. যাবার পর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে নরাধম ভাসুর পৈশাচিক ভাবে মহিলাকে ধর্ষণ করে, সেই সঙ্গে প্রচন্ড মারধোর করে এবং গলা টিপে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। অচৈতন্য অবস্থায় মহিলা কতক্ষণ ছিলেন নিজেও জানেন না। জ্ঞান ফিরে এলে অন্ধকারে মহিলা অতি কষ্টে পাশের বাড়ীতে আসেন। মহিলার বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে ঐ বাড়ীর লোকেরা একটি শাড়ী দেন। মহিলার স্বামী শংকর মন্ডল বিবৃতি দিতে গিয়ে জানান উনি স্ত্রীকে দেখে প্রথমে চিনতেই পারেননি কারণ মারের চোটে মহিলার দুটি চোখ বন্ধ, সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল। এই অবস্থায় নির্যাতিতার স্বামী তাকে প্রথমে উদয়পুর হাসপাতালে ও পরে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

সেদিনই কমিশন কমলপুর থানাধীন বামুনছড়ার অমৃত দাসের স্ত্রী শান্তি বিশ্বাস দাসের শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। স্বামীর দ্বারা শারীরিকভাবে আক্রান্ত শান্তি বিশ্বাসের বিবৃতি দেয়ার মতো অবস্থা ছিল না। শান্তি বিশ্বাসের ভাই দোলন বিশ্বাস জানান বিয়ের পর থেকেই পণের জন্য প্রতিনিয়ত নিগৃহীত হতেন স্বামী, শাশুড়ী এবং ননাসের দ্বারা। গত ০১-০২-২০১৪ইং স্বামী অমৃত দাস প্রচন্ড প্রহার করলে শান্তি বিশ্বাস অজ্ঞান হয়ে পড়েন। প্রচন্ড আঘাতে মাথা ফেটে যায়, দাঁত পড়ে যায় এবং বুকের পাঁজর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নির্যাতিতার এলাকার কিছু লোক তাকে প্রথমে কমলপুর ও পরে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। প্রতিবেশীদের মারফৎ খবর পেয়ে পরদিন নির্যাতিতার মা, ভাই জিবিপি হাসপাতালে এসে নির্যাতিতার শাশুড়ী-মাকে পান। মা ও ভাই কে দেখে শাশুড়ী-মা পালিয়ে যায়। বর্তমানে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন গৃহবধূটি।

কমিশন দুটি ঘটনারই তীব্র নিন্দা করছে এবং এই বর্বরোচিত ঘটনার জন্য অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দাবী করে। পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি রাখছে উভয় ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে অপরাধীদের অতি দ্রুত গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য।

06/2/2014
Member Secretary
Tripura Commission for Women